যুগান্তর

DEC. 29 2001

তারিখ ...............
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

# চবি খোলার দিনই ছাত্রলীগের অবরোধের ঘোষণা

চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় খোলার প্রথম দিন থেকেই ছাত্রলীগ আবার লাগাতার অবরোধের ঘোষণা দিয়েছে। আগামী ১ জানুয়ারি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় খোলার কথা রয়েছে। এদিকে ক্যাম্পাস নিয়ন্ত্রণকারী ইসলামী ছাত্রশিবির বলেছে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থার জন্য উপাচার্যই দায়ী, কারণ তিনি আওয়ামী লীগের লোক। অন্যদিকে ছাত্রদল বলেছে, চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার না করে সাধারণ শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেললে ছাত্রদল আন্দোলনে যাবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে লাগাতার সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে বিএনপি ও জামায়াতপন্থী শিক্ষকরা বর্তমান উপাচার্য প্রফেসর মোহাম্মদ ফজলী হোসেনকে সহযোগিতা না করার ঘোষণা দিয়েছেন। ফলে সংকট আরও ঘনীভূত হয়েছে। গত ৩ নভেম্বর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ ডজনখানেক নেতাকর্মীর ওপর শিবির ক্যাডাররা হামলা চালালে বর্তমান সংকটের সৃষ্টি হয়। ছাত্রলীগ ৪ নভেম্বর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে লাগাতার

চবি : পৃষ্ঠা : ১৩ কলাম : ৫

## চবি : অবরোধ

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

অবরোধের ডাক দেয়।

সংকট উত্তরণের জন্য সরকার এরই মধ্যে সাবেক উপ-উপাচার্য প্রফেসর আনোয়ারুল আজিম আরিফকে সরিয়ে প্রফেসর ড. মোহাম্মদ শামসুদ্দিনকে নিয়োগ দিয়েছে। প্রফেসর শামসুদ্দিন ছাত্রশিবিরের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেলেও ছাত্রলীগের কাছে নিজের গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ করতে পারেননি। বর্তমান অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে উপাচার্য প্রফেসর মোহাম্মদ ফজলী হোসেন যুগান্তরকে বলেন, সরকার তাকে কাজ চালিয়ে যেতে বলেছে। কখন ইস্তফা দিতে হবে তা পরে জানানো হবে।

অন্যদিকে বিএনপি ও জামায়াতপন্থী একাধিক শিক্ষক জানান, অভিজ্ঞ এবং প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র সংগঠনগুলোর কাছে গ্রহণযোগ্য কোন শিক্ষককে উপাচার্য হিসাবে দায়িত্ব না দিলে সমস্যার আশু সমাধান নেই। তারা এ প্রতিবেদকের কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, যাকে অপসারণ জরুরি তাকে না করে সরকার অপসারণ করেছে অন্য ব্যক্তিকে।

এ অবস্থায় বিএনপি ও জামায়াতপন্থী সিনিয়র শিক্ষকদের উপাচার্যের জন্য চেষ্টা-তদবির আবার শুরু হয়ে গেছে। আগ্রহী শিক্ষকদের বেশিরভাগই রয়েছেন ঢাকায়। সম্ভাব্য উপাচার্যের তালিকায় যাদের নাম রয়েছে তারা হলেন- উপ-উপাচার্য ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শহীদ জিয়া স্মৃতি সংসদের প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর ড. বদিউল আলম, চবি শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি ও সিন্ডিকেট সদস্য প্রফেসর ড. ইউসুফ শরীফ আহমেদ খান, পাশাপাশি মার্কেটিং বিভাগের শিক্ষক ও চকবাজার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের খণ্ডকালীন শিক্ষক প্রফেসর এজেএম নুরুদ্দীন চৌধুরী।